জোশেফ কে’র বিচার

বীরেন শাসমল

Antistrophe:
… in the unnumbered deaths
Of its people the city dies ;
Those children that are born lie dead on the naked earth.
Unpitied, spreading contagion of death; and grey haired
Mothers and wives
Everywhere stand at the altar’s edge, suppliant, moaning…
(Oedipus, the king)

অনার্স ক্লাসে গ্রীক ট্র্যাজেডি পড়াচ্ছিলেন কল্যাণ মিত্র। ইংরেজির তণ অধ্যাপক। অবলীলায় একের পর এক উদ্ধৃতি দিয়ে যাচ্ছিলেন। ছাত্রছাত্রীরাও মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছিল তাঁর মগ্ন উচচারণ। শুধু শোনা নয়, তারা যেন মঞ্চে নাটক দেখছিল। কে. এম - এর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে সংখ্যাহীন মৃত্যুর ছায়া। হঠাৎ থেমে গিয়ে, প্রায় ফিসফিস করে তিনি বললেন--- বয়েজ এ্যান্ড গার্লস--- এই হল শব্দব্রহ্ম। অনিবার্য, মাপ। অমোঘ এর অভিঘাত। শব্দের খাঁজে খাঁজে কেমন চোরা দ্বন্দ্ব রেখে দিয়েছেন নাট্যকার। এই দ্বন্দ্বই হল নাটকের আত্মা। দেখো--- মহান নাট্যশিল্পীর দ্বন্দ্বনির্মাণ কৌশলটি কেমন চমৎক ার। প্রথম দুটো পংক্তিতে আসন্ন এক গভীর সংকটকে একটু একটু করে আভাসিত করে চলেছেন তিনি। কয়েকটি দক্ষ আঁ াচড়ে এঁকে দিয়েছেন--- মানবিকতা কেমন নত জানু হয়, মৃতের হাত ধরে থেবিস নগরী কেমন বিলাপনগরীতে পরিণত হয়। একটু বাদেই বেজে উঠবে বৃদ্ধ পুরোহিতের সেই অমোঘ সত্যভাষণ।

স্যার!
বিরক্ত হয়ে দরজার দিকে তাকালেন কে. এম। কলেজের পিওন বনবিহারী।
কী ব্যাপার ?
প্রিন্সিপ্যাল স্যার আপনাকে একবার অফিস ঘরে ডেকেছেন।
বেশ তো। ক্লাসটা শেষ হয়ে যাক। আসছি....
স্যার, এক্ষুণি ডাকছেন তিনি। ব্যপারটা খুব জরি।
ছাত্রছাত্রীরা হৈ হৈ করে প্রতিবাদ জানাল। স্যার---- এত ভাল ক্লাসটা হঠাৎ করে শেষ করে দেবেন না স্যার...প্লিজ..
তোমরা অপেক্ষা কর। আমি এসে আবার পড়াব।
বনবিহারীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে কে. এম জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার বল তো ?
ওনারা সব আপনার জন্য অপেক্ষা করের আছেন।
ওনারা বলাতে কারা ?
আমি জানি না স্যার।

।। দুই ।।
এ কোথায় নিয়ে এসেছেন আমাকে ?
প্রথম লোকটি । ছিঃ ! এসব প্রশ্ন করতে নেই।
দ্বিতীয় লোকটি । নিরাপত্তার কারণে এর কোন উত্তর হয় না।
তৃতীয় লোকটি । নিছিদ্র গোপনীয়তা হল রাষ্ট্রধর্ম।
চতুর্থ লোকটি । আশা করি আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।
অদৃশ্য লোকটি । আবার দেখা হবে আমাদের । আপাতত আপনার দেখ্‌ভাল করার জন্য এরা রইল।

।। ৩ ।।
জায়গাটা কোথায় বুঝতে চেষ্টা করলেন কে. এম। পারলেন না। চাপ চাপ অন্ধকার। অসহ্য গুমোট। চল্লিশ পাওয়ারের ভৌতিক বাল্ব্ ঝুলেছে। উঁচু শিলিঙ। এটা কি কোন প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ? নাকি জানে ! একমাত্র জানালাটি আকাশের গায়ে। ছোট্ট গহ্বরের মতো। বোধহয় মহাবিশ্ব উড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে ওটা। হঠাৎ নিজেকে ভারহীন অস্তিত্বহীন বলে মনে হল তাঁর। হঠাৎ কেমন ধন্দে পড়ে গেলেন। নিজেকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করলেন। দরজার মতো। দরজার দু'পাশে দুজন। বোধহয় কোন ভিন্‌গ্রহের লোক হবে। চোখ বেঁকিয়ে অনেক কসরৎ করে তাদের মুখ দেখার চেষ্টা করলেন। অন্ধকার কেমন দুর্বল আলোর গলা টিপে ধরেছে, দেখতে পেলেন। করিডোরটাকে মনে হল লম্বা লেজওলা কোন সরীসৃপ। চারদিকে কোন শব্দ নেই। কে. এম-এর মাথার ওপর, বোধির ওপর নীরবতার পাহাড়। ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেঁতে শূণ্যতায় হাওয়া ফিসফিস করছে। কে. এম কি একবার নিজের ভেতরে চেঁচিয়েউঠ ছিল, ইজ দেয়ার এনিবডি দেয়ার ? উত্তর দিল না কেউ। মিলিয়ে যাওয়া ঘোড়ায় খুরের ধবনির মতো তাঁর কথা হারিয়ে গেল গভীর অরণ্যভূমিতে। কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন কে. এম। কাছে না দূরে, চেতনে নাকি অবচেতনে, ঠাহর করে উঠতে পারলেন না। তবু তিনি মরীয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলেন----
এভাবে আমাকে চোখ বেঁধে তুলে নিয়ে আসার কারণ কী ?
যথাসময়ে জানতে পারবেন।
আর কতকাল এভাবে বসিয়ে রাখবেন আমাকে ?
ধৈর্য ধরতে শিখুন। সময়ে সব জানতে পারবেন।
আপনার কি আলোর মুখ দেখতে ভয় পান?
দেখতে নয়, দেখাতে।
এবার একেবারে কাছে দুটো অদ্ভূত চোখ দেখতে পেলেন কে. এম। এমন হননকারী চোখ আগে দেখেননি।
দয়া করে আলোগুলো জ্বেলে দিন। আমার মনে হচ্ছে, আমার মতো আরও অনেককে আপনারা ধরে এনেছেন। আমরা পরস্পরকে দেখি, তাদের মুখগুলিকে দেখতে দিন!
ঘষা চোখ ফ্যাসফেসে গলায় বলল, অপেক্ষা কন, ওদের সঙ্গে দেখা হবেই আপনার।
আমাকে ওভাবে তুলে নিয়ে আসার কারণ কী? আমি চোর ডাকাত খুনে বাটপাড় না টেররিস্ট ?
আদালত বলবে। আমরা মহাকালের প্রহরী।
আমি একজন অধ্যাপক। আমার আত্মসম্মান আছে। ওটা আমার ধর্ম, আমার ঢাল।
বোধহয়, আপনার ভেতরে ঢুকে পড়ার দরজাও।
দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ--- আমি।
দরজাটা খুলে দিতে পারলেই আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।
বাট ইউ কান্ট ওপেন ইট। আই স্যুইয়ার।
বাট উই ক্যান ব্রেক ইট ওপেন ! কান্ট উই ?

ইউ কান্ট। আই হ্যাভ দ্যাট মাচ অফ কনফিডেন্স।
হার্ড -কোরদের ঠিক এই জায়গায় একটা ওভার --- কনফিডেন্স থাকে। তবে আমরাও তো কনফিডেন্স প্রুফ হচ্ছি!
আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনারা আমাকে গিনিপিগ বানাতে চাইছেন কেন?
সময় হলে বুঝবেন। আপাতত অপেক্ষা কন।
আমার ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস অসম্পূর্ণ রেখে চলে এসেছি। আমার বাড়িতে, কলেজে, বন্ধু-বান্ধুবদের কাছে আমার কোন খবর নেই। একটা লোককে এভাবে বেমালুম গায়েব করে দেওয়ার অধিকার আপনাদের নেই। আপনারা আমাকেছেড়ে দিন।
কী করে ছাড়ব? ---আপনাকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে !
কী অপরাধে?
বলে দিলেই তো গপ্পো শেষ হয়ে গেল।
কিন্তু এভাবে একটা মানুষকে উৎকণ্ঠায় আটকে রেখে আপনারা কী আনন্দ পাচ্ছেন? আমার সঙ্গে যা করার হয় কন। আমি প্রস্তুত। বাট লেটমি গো ফ্রি !
অপেক্ষা কন। আপনার পালা এলেও আসতে পারে।
ল্যুক--- ইউ মেন ইন হোয়াইট--- অ্যাম ড্যাম স্ট্রেস্‌ড। আমার স্ট্রেসের কী মূল্য দেবেন আপনারা ?
ইওর স্ট্রেস ইজ আওয়ার ক্যাপিটাল। আপনাকে টুকরো টুকরো করে ভাঙা আমাদের প্রোফেসনাল মেথড।
ইতিহাস বলে, সব মানুষকে ভাঙা যায় না।
মিঃ অধ্যাপক, হিউম্যান অ্যানাটমির অনেক কিছুই যে আমাদের জানা। কোথায় চাপ লি আপনি হাঁটু মুড়ে বসবেন, কোন বোতামে হাত দিলে আপনি চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়বেন এটা আমাদের জানা।
তার মানে আপনারা বেশ লুত্রোশিয়ান প্লেজার অনুভব করছেন।
অহ! এই অধ্যাপকদের নিয়েই হয়েছে যত জ্বালা। এত বেশি জেনে গেছেন আপনারা !
কাউকে গ্রেপ্তার করতে হলে কতগুলো সাধারণ নিয়ম মানতে হয়--- এটা নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে।
আছে হয়তো। তবে সেগুলি মানা না মানা ওপরআলাদের ব্যাপার। আমরা তো মহাকালের প্রহরী।
কাউকে গ্রেপ্তার করতে হলে বাড়ির লোকজনকে একটা কাস্টডি মেমো দিতে হয়। একজন সম্মানীয় প্রতিবেশীকে সামনে রেখে তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে হয়। গ্রেপ্তার হওয়ার তারিখ, সময় এবং স্থানের উল্লেখ থাকাটাআইনত প্রয়োজনীয়। এসব আপনারা কিছুই করেননি এবং সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে আমাকে ধরে এনেছেন।
অধ্যাপক, আপনি বোধহয় জানেন না যে ফৌজদীরী কার্যবিধির ৪১ (১) ধারা মোতাবেক পুলিশ বিনা প্ররোচনায় যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে।
ভুল ব্যাখ্যা। শুধুমাত্র আইনে ব্যবস্থা আছে বলেই--- কোন পুলিশ অফিসার কখনোই কোন নাগরিককে গ্রেপ্তার করতে পারে না। গ্রেপ্তারের ক্ষমতা থাকা আর তা প্রয়োগ করার মাঝখানে অনেকগুলি শর্ত আছে। ১৯৯৪ সালে যোগিন্দর কুমার ভার্সেস স্টেট অফ উত্তরপ্রদেশ মামলায় সুপ্রীম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে গ্রেপ্তার করার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হলে দুটো ব্যাপারে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ হাজির করতে হবে--- এক. অপরাধ শাস্তিযোগ্য, দুই. গ্রেপ্তারটি আইন সঙ্গত। আপনাদের কাছে কী প্রমাণ আছে যে আমি একজন অপরাধী? কোন যুক্তিগ্রাহ্য তথ্যভিত্তি কোন দলিল?
কোরাস আমরা কোন দলিল - টলিল দেখিনি। দেখার প্রয়োজনও নেই। তবে আমার বিশ্বাস করি, আমাদের ওপর আলারা আইনের ধারা এমনভাবে অনুসরণ করেন যে--- সর্বদা তাঁরা খুঁটিয়ে দেখেন যাতে কোন ভুলভ্রান্তিনা থাকে। তাঁরা ভুল করতেই পারেন না। আপনার ক্ষেত্রে তাঁরা ভুল করেননি বলে আমাদের বিশ্বাস।
ক্ষোভে ফেটে পড়লেন কে. এম। তাহলে আমাকে আদালতে তুলছেন না কেন? আইন দাবী করে চবিবশ ঘন্টার মধ্যে আপনারা আমাকে আদালতে তুলবেন!
কোরাস আপনার ক্ষেত্রে আইন এমন দাবী করছে না।
কেন?

কোরাস আপনাকে কোথাও গেপ্তার করা হয়নি।
স্ট্রেঞ্জ!
কোরাস কোন থানার রেজিস্টারে আপনার গ্রেপ্তার হওয়ার কোন রেকর্ড নেই।
এইমাত্র যে আপনারা বললেন--- আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?
কোরাস বোঝেন না কেন অধ্যাপক, আইনের যেমন ফাঁক থাকে, আমাদের রেজিস্টারেও তেমনি ফাঁক থাকে।
তার মনের ইচ্ছেমতো। সেখানে সন তারিখ এমনকি সময় আপনারা বসিয়ে নেন?
কোরাস আপনি বুদ্ধিমান, অধ্যাপক।
।। ৪ ।।
একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছে চারপাশ। সামনে কি ঘন বন, নাকি ফুঁসে ওঠা সমুদ্র? আধা তন্দ্রায় তিনি দেখতে পান একটা প্রাণী। জলচর নাকি বনচর কিছু বোঝা যায় না। লম্বা মোট আঁশঅলা লেজ নিয়ে বিশাল ওই জন্তুর মুখটা কুমীরের মতো দেখায় আবার শরীরটা অতিকায় মাছের মতো। হাঙর না কুমীর ওটা? সময়ের অনেক পেছনে সেই সুদূর অতীতে অতীন্দ্রিয় কুয়াশায় না রহস্যে ঢাকা আছে তার লেজ? সমগ্র ভবিষ্যৎকাল জুড়ে তাঁর দানবীয় মুখ। আপাতত সে চোখ বুজে শুয়ে আছে তার সামনে। কে. এম ভয়ে ভয়ে তাকালেন। আশ্চর্য! শুধু সামনে নয়,পেছনে-- ডাইনে বাঁয়ে ওপরে নীচে তাঁর হাত দুটোর ওপর, তাঁর বইখাতা কলম পেন্সিলের ওপর, তার হিংস্র থাবা।কে. এম নড়তেও পারছেন না। প্রাণীটার চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে। বোধহয় জেগে উঠেছে। কিন্তু ঝাঁপ দিচ্ছেনা। কে. এম পৃথিবী কাঁপিয়ে বলে উঠলেন, ক'মন, ইট মি আপ! প্রাণীটা একটু আড়মোড়া ভেঙে নিল। তার খাওয়ার কোন লক্ষণই নেই। একবার জেগে উঠে খাওয়ার ভান করল মাত্র। ল্যাজ নাড়ল। মুখ দিয়ে গরগর শব্দ করল। কে. এমকেসামনে বসিয়ে রেখে থাবা চাটল। থাবা কোথেকে এল এর? সামনে তাকালেন কে. এম। একইভাবে বসেথেকে থেকে তাঁর যে শিকড় গজিয়ে গেল!
নৈঃশব্দ গভীরতর হচ্ছে। বাতাসের অদ্ভূত শব্দ। নিশাচর পাখির ডাক। ডানা ঝাপ্টানি। সবুজ শরীরে অন্ধকার মেখে জেগে আছে অরণ্য।
কে. এম অন্ধকারে দৌড়তে শু করলেন।
কে. এম কোথায় যাচ্ছেন--- কোন প্রদেশে, জলে না ডাঙায় কিছুই জানেন না, তবু ছুটে চললেন পেছন দিকে যেখানে কেকা একা দাঁড়িয়ে।
কেকা। পাঁচ ফুট পাঁচ। ছিপছিপে, ঈষৎ চাপা রঙ--- চবিবশ বসন্তের উতল হাওয়া। কে. এম বুক ভরেশ্বাস নিলেন। কেকার ভাসা ভাসা চোখে বিপুল বিস্ময়। রাত্রিতনয়ার চোখে ঘুম বা ইচ্ছে - জাগরণের আলো। সময়ের পেছন দিক থেকে আসছে কেকা। স্কুল থেকে, কলেজ ফেরৎ। ইউনিভার্সিটির বাঙ্লা ডিপার্টমেন্ট থেকে। ময়দানেরঘাস মাড়িয়ে। লোকের জলে পা ধুয়ে। কেকা! মাই লভ ! গভীর রাতে কেকার দরজায় টোকা দিলেন কে. এম। ফিসফিস করে ডাকলেন।
কিহ্বল চোখে কেকা। দরজা খুলে আঁতকে উঠল এত রাতে তুমি? কোত্থেকে আসছো? এসো, এসো, ভেতরে এসো।
কেকা, আমার কিছু বলার আছে।
এই রাতে ! সকাল হোক। দিন শু হোক। আমারও তো অনেক কথা জমে আছে। অ- নেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি যে ! কথার ভাঁড়ার নিয়ে আমিও যে বসে আছি।
কেকা, দিনের শু পর্যন্ত আমি হয়তো বাঁচব না !
হে-ম্যান, রিল্যাক্স ! তোমার হয়েছেটা কী? এত হাঁফাচ্ছো কেন?
আর স্বপ্ন দেখোনা কেকা। স্বপ্ন দেখতে নেই আমাদের।
এসো, ভেতরে এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কি কোন কথা হয়?
বাইরেই ভাল। তবু ফিরে যাওয়া যাবে। ভেতরে গেল মায়ার পড়ে যাব। ভালবাসা বড় মায়া কেকা।
আমার ওপর রাগ করেছো?
আমি বীতরাগ কেকা। আমি শুধু তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি।
ভ্যাট ! কী বলছো পাগলের মতো? আমি কি কোনদিন বন্দী ছিলাম?

কাল থেকে তোমার মধ্যে আর কোন বন্ধন থাকবে না কেকা।
বললেই হল নাকি ! এসো তো, বাইরে এমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না।
আমি তোমার কাছে আর কোনদিন আসতে পারব না কেকা।
এতদিন এসেছো কী করে--- দুঃসাহসের ডানায় উড়ে, দুষ্টু দুষ্টু পায়ে, ডাকাতের মতো বিজয়ীর উল্লাস নিয়ে?
তখন আমি মানুষ ছিলাম কেকা।
আজ কি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী হয়ে গেলে?
আসলে কাল থেকে আমি আর আমি নেই।
হল কী তোমার? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?
কাল থেকে আমি শুধু হাড়গোড়, শুধু কঙ্কাল। আমার হাঁটু নেই, হাঁটুর জোড় নেই, দাবনা স্পঞ্জের মত, আমার পা নেই, পায়ের গোছ নেই, হাত পায়ের আঙ্গুল ভাঙা, ঘাড় ভাঙা, আমার কামনা বাসনা ভালবাসা অভিমান কিছুই নেই, আমি একজন না--- মানুষ। না - মানুষকে ভালবাসা যায় না কেকা।
কল্যাণ, আমার চোখে দিকে তাকাও তো। দ্যাখো, আমার চোখের ভেতরে--- আমার অন্তরের ভেতরে, ওখানে কি আলো নেই? তুমিই তো একদিন আমার চোখের পাতায় চুম্বন রেখে বলেছিল--- বিষাদ, তোমায় আনন্দেরঠিকানা দিলাম আজ। খরা, তোমার হাতে তুলে দিলাম বৃষ্টির চিঠি। নীরবতা, তোমার ঠোঁটে দিলাম শব্দ পালকেরছোঁয়া।
তুমিই তো লিখেছিলে ওগো খালি ডালখানি, আজ ফুলের সঙ্গে সারাদিন কানাকানি!
কী গো, তুমিই তো?
না, না আমি না। সে এক জীবিত কল্যাণ। আমি মৃত। আমি অকল্যাণ। আমাকে ওরা তাড়া করে আসছে। ওরা তোমার কাছেও আসবে। তুমি কিন্তু মুখ খুলবে না। ওরা তোমাকেও ধরে নিয়ে যাবে কেকা... কেকা তুমি পালিয়ে যাও এখান থেকে...
ফস করে কেউ আলো জ্বালালো।
চম্‌কে জেগে উঠলেন কে. এম। বিড়বিড় করতে লাগলেন--- কেকা... পালিয়ে যাও কেকা। ওরা তোমার কাছেও পৌঁছবে।
পাশের থেকে কেউ যেন বলল তাঁকে, নিজের ওপর আস্থা রাখুন।
সামনের করিডোরে আলো। ব্যস্ততা। ফ্যাকাসে আলোতে কে. এম দেখতে পেলেন তাঁর পাশে, ডাইনে বাঁয়ে আরও কয়েকজন যুবক। খাড়া ঘাড় তাদের। তেজী উজ্জ্বল চাউনি। কথা বলা বারণ। তাই ওদের চোখ কথা বলে যাচ্ছে। চোখের নীচে, নাকের দু'পাশে, চিবুকে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা। কে. এম অবাক হয়ে ওদের দেখতে লাগলেন। এই তরতাজা ছেলেগুলিকে নিয়ে কী করবে এরা?
জেগে উঠে ওপাশে একটি সাজানো গোছানো ঘর। বোধহয় অফিসটফিস হবে।
সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপারে উঁচু পদমর্যাদার কোন অফিসার বসে আছেন মনে হল। দেওয়ালে মানচিত্রের আভাস।
একজন লোক এসে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছেলেটিকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। এঘরে চঞ্চলতা জেগে উঠল। চাপা উৎকণ্ঠা।
ছেলেটির যাওয়া দেখলেন কে. এম। আড়ষ্ট না। দৃপ্ত সপ্রতিভ।
এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি--- অফিসারের মুখ চলছে। ছেলেটি উত্তর দিচ্ছে।
স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কানা খাড়া করে রাখলেন কে. এম.।

।। পাঁচ ।।

উচ্চতা?
পাঁচ ফুট নয়।
তিন ফুটের বামন হয়ে যাওয়ার শখ আছে?
নিশ্চয়ই না।
তাহলে বলে দিন।

কী বলব আমি?
কী বলব আমি?
গণমুক্তি ফৌজের গোপন আস্তানাটা কোথায় ?
জানি না।
মারোদুংড়ি পাহাড়ে জনমুক্তি ফৌজের যে গোপন সম্মেলন হয়েছিল তাতে কি অন্ধ্র - পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি বি সীতাপতি উপস্থিত ছিল?
এসব কথা আমি জানব কী করে?
পিঙ্গুরাকুলির জঙ্গলে আপনি কবে গিয়েছিলেন ?
চিনি না। যাওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।
কমরেড রমেনকে জানেন?
জানি না।
কলকাতায়, কার বাড়িতে বসে পশ্চিম ভুবনপুরের তিনজন গণশত্রু খুনের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়েছিল?
অফিসার, আমার পেছনে অহেতুক সময়ে নষ্ট করছেন।
সিগ্রেট খাবেন? আমরা তো জানি সিগ্রেট খান। অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি। নিন, ধূমপান করতে তো আপত্তি নেই? না... গুড, আপনার কোন কুসংস্কার... নেই? গুড... নেই দেখে ভাল লাগল। হে--- ব্রাইট ইয়াংম্যান, আপনার তো গবেষণা করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ভাল স্টুডেন্ট আপনি, রাজ্যের অর্থনীতির বিকাশের জন্যতো আপনি কিছু করতে পারেন না কি ? যে কোন গভর্নমেন্ট আপনাকে লুফে নেবে। আপনি আই. এ. এস পরীক্ষায়বসেন নি কেন? মানুষের জন্য তো কিছু করতে পারতেন----?
বেশ কিছুদিন আগে একজন আই. এ. এস. টপারের ইন্টারভিউ পড়েছিলাম। তাতে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আই. এ. এস সম্পর্কে তার অভিমত কী। সে উত্তরে বলেছিল ইট্স-আ গ্লোরিফায়েড ক্লার্কশিপ আণ্ডারসাম ইল্লিটারেট মিনিস্টারস। হা হা করে হেসে উঠলেন অফিসার। এক্সেলেন্ট! তা আপনার নিজের অভিমত কি এই?
আমার অভিমত হচ্ছে একজন আই. এ. এস, আই. পি. এস নেহাৎই খাঁচায় বন্দী সার্কাসের বাঘ। তার শক্তি আছে সাহস আছে মগজ আছে চেতনা আছে কিন্তু সে সব সে বন্দক রাখে এমন অমানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছে। রিঙ মাস্টার ছড়ি তুললেই সে চুপ। রিঙের মধ্যে সে শুধু গর্জন করে যায়। তার চোখে ঠুলি, মগজে বকলস।
ওহ! ক্লাসিক, ক্লাসিক। আচ্ছা অধ্যাপক--- খামোখা এইসব বদবুদ্ধি আপনার মাথায় চাপল কেন? আপনি এত বুদ্ধিমান, অথচ...
পরিষ্কার করে বলুন তো, বদ বুদ্ধিটা কী?
এই যে মানুষ খুনের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া, রাষ্ট্রের বিদ্ধে ষড়যন্ত্রে মদত দেওয়া, রাষ্ট্রের বিদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা....
প্রথম কথা আমি মানুষ খুন করিনি। অর্থাৎ আমার বিদ্ধে খুনের কোন প্রমান নেই।
দ্বিতীয় কথা রাষ্ট্রের বিদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করিনি। সুতরাং এ অভিযোগ ধোপে টেকে না।
তৃতীয় কথা রাষ্ট্রের বিদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো কোন শক্তি আমার নেই। এইসব অলীক অভিযোগ আমার বিদ্ধে আনা যায় না। আমি নিজেকে মনে করি একজন সচেতন শিক্ষিত এবং মার্জিত মানুষ। মানবতাবাদের পক্ষে। সত্য এবং ন্যায় বিচারের পক্ষে। অন্যায় অবিচার হলে তা সে রাষ্ট্র হোক, ব্যক্তি হোক --- আমি মানবিকভাবেসাড়া দেবই। এতে বেআইনি কিছু নেই।
কে. এম কিছুটা উত্তেজিত। কিছুটা ঝকঝকে ছুরির ফলার মতো ঝল্সে উঠেও নিভে গেলেন। অফিসার তার দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, কেন এসব পাগলামি চাপল আপনার মাথায় বলুন তো? বিপ্লব করবেন? শোষণ মুক্তি ঘটাবেন? কার বিদ্ধে কে বিপ্লব করবে? দেওয়াল লিখন কি দেখতে পাচ্ছেন না আপনি? এঁরা আগে পুঁজিবাদের বিরোধিতা করতেন আর এঁরাই এখন আপস করে নিচ্ছেন। আরে গোটা দুনিয়ার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এখন পুঁজি। ম্যান, ইতিহাস পড়ে কী জানলেন? পূর্ব ইউরোপের পতন ঘটল, সমাজতন্ত্রের ইমারত ধসল, কিছুই

টের পেলেন না? আরে সববাই এখন মহামতি মার্ক্সকে একটু এদিক ওদিক করে নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রাফ্‌টিঙ করিয়ে নিচ্ছেন আর আপনারা ক'জন বিপথগামী যারা ভুল স্বপ্ন দেখে নিজেদের যৌবন নষ্ট করছেন..... ?
স্বপ্ন তো অনেক ভেতরের। আপনি কী করে জানলেন, আমার স্বপ্ন কী?
স্বপ্ন একটা বোধ, একটা অনুভব, একটা প্রতিজ্ঞা--- তাইতো? অপনার কথাটা আমি বলে দিচ্ছি। আমরা মানুষের স্বপ্নের রঙ জেনে নিই তার চিন্তা, তার ভাবনা, তার আচরণ আর তার কাজের রঙ্ দেখে।
আমার আপনার কাছ থেকে খুব জানতে ইচ্ছে করছে স্বপ্ন দেখার অপরাধে ইন্ডিয়ান পিনাল কোড-এ কোন শাস্তির ব্যবস্থা আছে কিনা। স্বপ্ন দেখাটা কি কোন কগনিজেব্‌ল অফেন্স?
রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক স্বপ্ন দেখলে পিনাল কোডকে নড়ে চড়ে একটু বসতে হয়। আচ্ছা দেখুন তো, এই প্রবন্ধটি কি অ াপনি লিখেছিলেন? এই যে ২০০১ সালে প্রকাশিত --- উন্নততর প্রশাসন ও প্রান্তিক মানুষ?
ইয়েস আমারই লেখা
একটি বিশেষ লাইনের দিকে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি----.... অন্নপূর্ণা, অন্ত্যোদয়, বি. পি. এল--- দরিদ্র ম ানুষদের জন্য এই প্রকল্পগুলির নাম কামলাশোলের মানুষ শোনেনি। অথচ স্থানীয় রেশন ডিলারের কাছ থেকে জানা গেল তাঁর এলাকায় ১৫১২টি রেশন কার্ড আছে। তার মধ্যে ৭৭৯টি বি. পি. এল, ১০১টি অন্ত্যোদয়, অন্নপূর্ণা ২টি। আপনি বেশ জোরের সঙ্গে যে প্রশ্নটি রেখেছেন--- তাহলে এইসব রেশনকার্ডের বরাদ্দ জিনিস যায় কোথায়? খায় কে ? .... কী, ঠিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি তো?
ঠিক। কিন্তু তাতে কী অপরাধ হয়? একজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ--- সে যদি আমার মত অর্থনীতির অধ্য াপক নাও হয়, সেও কিন্তু এই কথাগুলি লিখবে।
আচ্ছা, এত জায়গা থাকতে হঠাৎ লালবনী ভুলপাহাড়ী কামলাশোল নিয়ে লিখতে গেলেন কেন?
এগুলি কি কোন নিষিদ্ধ এলাকা?
নিষিদ্ধ নয়, তবে উপদ্রুত
উপদ্রুত এলাকা আইন জাতীয় কিছু কি সরকারী নির্দেশনামায় প্রচারিত হয়েছে? তেমন কোন সূত্র কি আপনারা পেয়েছেন?
না। তবে আমরা যে আপনার কাছ থেকে এই বিশেষ সহানুভূতির ভূমিসূত্রটি পেয়ে গেছি?
দুর্বলত র শ্রেণীর জন্য সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা ইনডিয়ান পিনাল কোর্ডের কত নম্বর ধারা মোতাবেক অপরাধ?
দুর্বলতর শ্রেণীকে রাষ্ট্রের বিদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করাটা অপরাধ।
তাহলে নাগরিক সমাজের যে কোন অভাব অভিযোগ নিয়ে প্রতিবাদ করতে যাওয়াটা গণতন্ত্রের অপরাধ?
অধ্যাপক, আপনার কাছে অনেক আপত্তিজনক বই পাওয়া গেছে।
আপনি কি সিজার লিস্টটা ভাল করে চেক করেছেন?
নট ইয়েট।
লেনিনের হোয়াট ইজ টু বি ডান, কালেক্‌টেভ ভলিউম্‌স অফ মাও জি দঙ, জর্জ টমসনের ফ্রম মার্ক্স টু মাও জি দঙ, শিখ ার গৈরিকিকরণ বিষয়ে একটি পত্রিকা, মার্ক্স এঙ্গেল্‌স-এর একটি ছবি, মাও জি দঙের উদ্দেশে নিবেদিত গানের সংকলন- ---এগুলি কি আপত্তিজনক বই? একজন শিক্ষিত সপ্রতিভ আই পি এস আপনি--- আপনি কি জানেন, এই বইগুলি স্বয়ং র াজার ঘরেও রয়েছে? তাঁকে কি এই বইগুলি রাখার অপরাধে বিপজ্জনক বলে আপনি গ্রেপ্তার করতে পারেন? বলুন--- স্টপ ই। ইনাফ ইজ ইনাফ।
ইয়েস অফিসার, ইনাফ ইজ ইনাফ। দেন লেট মি গো ফ্রি।
ওয়েট, ওয়েট। গত দু'বছরে আপনি অন্তত চারবার পশ্চিম ভুবনপুর গিয়েছেন?
প্রোটেক্‌টেড এরিয়া ছাড়া। ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে এদেশের সর্বত্র ঘোরাফেরা করার মৌলিক অধিকার আমার রয়েছে---।
কথা ঘোরাবেন না। কী জন্য গিয়েছিলেন আপনি?

আমি একজন ফ্রি - লান্স জার্নালিস্ট। খবর সংগ্রহ করা আমার ধর্ম।
রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক মানুষদের সঙ্গে মাখামাখিটাও কি আপনার ধর্ম?
একজন সাংবাদিক খবর সংগ্রহের জন্য পাতালেও যেতে পারে। এটাই তার প্রোফেশন। আপনি যখন আন্ডারওয়র্ল্ড-এ গিয়ে মাফিয়া ডনের সঙ্গে মিশে খবর বার করে আনেন, তখন আপনার কাজটা কি ধর্মের মধ্যে পড়ে না?
গোপনে দেখা করাটাকে কী বলে জাস্টিফাই করবেন আপনি?
খবর সংগ্রহের গোপনীয়তা যে কোন সাংবাদিকের ধর্ম, যেমন ইনভেস্টিগেশনের গোপনীয়তা পুলিসের ধর্ম।
ইউ আর ট্যু ক্লেভার এ্যান্ড ট্যু টাফ টু বি ব্রোকেন। অধ্যাপক আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আগুণ নিয়ে খেলবেন না। আমাদের বাধ্য করবেন না আপনার সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করতে।
যা সত্য তাই বললাম। এরপরে আমার ওপর চাপ দিলে মিথ্যে বেবে। যেগুলো আমার কথা নয়। মৃত মানুষের মুখে বসিয়ে দেওয়া আপনাদের কথা।
উঠে দাঁড়ালেন অফিসার। ইশারায় দু-জনকে ডাকলেন। তারা এল।
এবার করিডোরের আলো নিভে গেল। ঘরের ভেতর কি হচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না কে. এম। শুধু কান্না আর আর্তনাদের শব্দ। শব্দ নয়, যেন শব্দবিষ। ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। কে. এম তাঁর পাশে বসে থাকা ছেলেগুলির শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছেন। তিনি তাঁদের অনুভব ছুঁতে পারছেন। তাত পাচ্ছেন। ব্যথার জায়গা ছুঁতে পারছেন। আর্তনাদের শব্দ বেড়ে চলেছে। কে. এম অস্থির। গুঙিয়ে চলেছেন ভেতরে। কিন্তু তিনি কাঁদতে পারছেন না কেন?
অফিসার। পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চিকে আড়াই ফুট বানাতে বেশিক্ষণ লাগবে না আমাদের। তারপর বাণ্ডিল করে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। জীবনে কোনদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন না।
তোমার সদ্য-বিয়ে করা বৌকে তুলে নিয়ে এসে ব্যারাকে ছেড়ে দেব।
ইউ ব্যস্টার্ড ! এতক্ষণ ভদ্রলোকের মুখোশ পরে ছিল কেন?
স্পিক আউট --- আই সে স্পিক আউট ? আবার প্রহার, আবার আর্তনাদ।
তোমরা সববাই সার্কাসের বাঘ। অচমকা আমাকে রিঙের মধ্যে পেয়ে গিয়েছো তাই যত খুশি থাবা মেরে যাচ্ছো। অ াসলে তোমরা সববাই কাগুজে বাঘ। কিন্তু মনে রেখো, অশোকস্তম্ভের ছাতার তলায় থেকে যা খুশি করা যায়. না..... আঃ, আঃ, আঃ.....মা, মাগো.....

।। ছয় ।।

যে মহাপ্রলয়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছেন কে. এম। কয়েক ঘন্টার অভিজ্ঞতায় তিনি বুড়ো হয়ে গিয়েছেন।অজান্তে নিজেকেই যেন বলে ফেললেন। একে একে নিভিছে দেউটি ! একটার পর একটা ছেলের ডাক পড়ছে ওঘরে। তাজাছেলেগুলিকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। সোজা, ঘাড় উঁচু করে হেঁটে যাচ্ছে। তারপর যেন কয়েক যুগ পার হয়ে গেল। এর মধ্যে একবারও দেখা হল না ছেলেগুলির সঙ্গে। শুধু ওদের গলা শোনা গেল। ওদের এলোমেলো ছেঁড়া ছেঁড়া কথা শোনা গেল। যেন অনেক যুগ পরে। যখন বেল তখন তিনি ওদের চিনতে পারছেন না কেন? এর মধ্যে কিপৃথিবীতে কোন যুদ্ধ হয়ছে ? নাকি কোন রাস ায়নিক মারণ-অস্ত্রে জীবিত পৃথিবীর মুখ পড়ে গেছে। চুল উঠে গেছে। চারদিকে হাড়গোড় - ভাঙা নড়বড়ে মানুষ। ছেলেগুলি যাচ্ছে সোজা ফিরছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। এলোমেলো, এলিয়ে পড়াদালানের মতো তাদের শরীর। যৌবনে ড ানা মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সুন্দর বৃক্ষগুলির।
এরা কি সবাই রাষ্ট্রের শত্রু? এরা সবাই রাষ্ট্রের বিদ্ধে যুদ্ধে মদত দিচ্ছে?
গা ঘোলানো অন্ধকারে কে. এম -এর মনে পড়ল সে অদ্ভুত প্রাণীটার কথা। অন্ধকার আর অন্ধকারে বাসিন্দা ভয়াবহ জন্তুট ার কথা। সামনে বসে এখনও সে আড়মোড়া ভাঙছে। যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কে. এম - এর সামনে সময় পেছনে সময়হীনতা । তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। ভেতরের সেই গোঙানি বাইরে বেতে পারছে না। তিনি চেষ্টা করলেন কঁ াদতে। অস্পষ্ট শব্দ বিক্ষোভে বিড়বিড় করে উঠলেন। নিজেকে হঠাৎ ভাবলেন তিনিপ্রমিথিউস। শেকলে বন্দী। জুপিটার তঁ াকে পাথরের সঙ্গে শেকলে বেঁধে রেখেছে । আর তিনি ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে বলেচলেছেন ..... ও হোলি মাদার মাইন / ও স্ক

াই দ্যাট সার্কলিঙ ব্রিংস দি লাইট টু অল / ইউ সি মি / হাউ আই সাফার / হাউ আনজাস্টলি...

।। সাত ।।

কে. এম - কে যখন ডাকা হল তখন ইন্টারোগেশন মের ঘড়িতে তিনটে। তিনটে মানে --- রাত তিনটে ? সময় অনুমান করা মুশকিল এখানে। হয়তো হবে। ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে চললেন তিনি। ঘরে ঢুকলেন।

তাঁকে ইঙ্গিতে বসতে বলা হল চেয়ারে।

বসেই তিনি শুনতে পেলেন গোঙানির শব্দ। দেখতে পেলেন তণ সেই অধ্যাপকটিকে। কিন্তু যে অবস্থায় তাঁকে দেখলেন ত াতে তাঁর নিজেরই কান্না পেয়ে গেল। আবার কাঁদতে পারছেন না বলে কষ্ট হতে লাগল। অধ্যাপকঝুলছেন দড়িতে। পা ওপরে, মাথা নীচে। চোখ বাঁধা। মোটা নাইলনের দড়িতে পা দুটো বাঁধা। কে. এম দেখলেন সাইকেলে করে মুরগি ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে কসাই। বিপর্যস্ত কে. এম তাঁর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে ত্রাস। অসহায় আত্মসমর্পণ? নাঃ ! বুকের ভেতরে এখনও মনে হল অনেকটা সাহস। কেঁপে কেঁপে উঠছে অধ্যাপকের শরীর।

অফিসার এবার ইঙ্গিতে অপেক্ষমান দুজনকে কিছু বললেন। দুটি মোটা বেতের লাঠি নিয়ে দুজন যণ্ডামার্কা লোক পাশে এসে দাঁড়াল। এবার তারা লাঠি দিয়ে অধ্যাপকের জানুতে পেটাতে শু করল। জানু থেকে হাঁটু, হাঁটুথেকে পায়ের ডিম, প ায়ের হাড়..... ওদের লাঠি চলছে যন্ত্রের মতো..... ওহ! সমস্ত দেশ জুড়ে কাল জুড়ে শব্দ হচ্ছে?..... এটা যে মানুষের শরীর তা এদের খেয়াল নেই? শরীরটা কাঁপছে, কেঁপে কেঁপে উঠে ছটফট করছে, ওরা পিটিয়েই চলেছে যেমন করে মরচে ধরা জলের পাইপে হাতুড়ি পেটায় পাম্প মিস্ত্রি.....

কিল মি বাট ডু নট ডু দিস বিটিং। আঃ ! আঃ !

ঘাড় মাথা ধনুকের মতো বেঁকে ওপরে উঠছে। আর তখনই ওরা গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

দিচ্ছে.... ছেলেটা এবার ককিয়ে কেঁদে উঠল--- আমার চোখের বাঁধন খুলে দিন, আমায় দেখতে দিন উন্নততর গণতন্ত্রের চেহারাটা কেমন.... আমার চোখকে এত ভয় কেন আপনাদের..... ? আঃ! আঃ!

ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে গেল বোধহয়। তার গলা আর শোনা গেল না। এখন শরীরটা দড়ি থেকে নামিয়ে ওরা চোখে মুখে জল দিচ্ছে....

হঠাৎ অফিসার ঘুরে গেলেন কে. এম-এর দিকে।

কেমন আছেন অধ্যাপক মিত্র?

কী উত্তর দেবেন তিনি? তাঁর কোথাও কেটেকুটে যাচ্ছে। উত্তর দিলেন না তিনি।

হুঁ---- অধ্যাপক, গণমুক্তি ফৌজের এক নেতার ডায়েরিতে আপনার টেলিফোন নম্বরটা এল কী করে?

উত্তর দিতে ঘেন্না করছে তাঁর । নিতান্ত অনিচ্ছায় বললেন, কে কখন কার কাছ থেকে কোন প্রয়োজনে কোন সুত্র ধরে টেলিফোন নম্বর নিচ্ছে তা আমার জানার কথা নয়।

আপনি তাহলে জানেন না?

বললাম তো, না।

জানি না থেকে 'জানি'তে' আসতে কতক্ষণ লাগবে আপনার?

সেটা আপনাদের দক্ষতার ওপর নির্ভর করবে।

বেশ, বেশ। ধরে নেওয়া গেল আপনি জানেন না।

চুপ করে রইলেন কে. এম। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন জ্ঞান ফিরে এসেছে ছেলেটার। দুজন লোক তার পায়ে আয়ো াডেক্স মালিশ করছে।

হাঃ! মেরে হাড় ভেঙে দিয়ে স্পঞ্জ বানিয়ে দিয়ে তারপর আয়োডেক্স মালিশ করছে এরা! মনে মনে বললেন কে. এম।

অধ্যাপক হিসেবে আপনি বেশ জনপ্রিয়।

কে. এম কোন উত্তর দিলেন না।

গণমুক্তি ফৌজের মত একটা খুনে রাজনৈতিক দলের কোন নেতার ডায়েরিতে আপনার নাম থাকাটা আপনার পক্ষে লজ্জ

ার, রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক। আচ্ছা, অধ্যাপক এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হল কীকরে?
আমি পড়াশোনা নিয়ে থাকি। আপনি আমাকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে প্রশ্ন করুন, বাংলা সাহিত্য নিয়ে প্রশ্ন করুন , আমি উত্তর দিতে চেষ্টা করব। শেষের দিকে তাঁর কথাটা কেমন ঘড়ঘরে শোনাল।
কফি খাবেন?
এমন অদ্ভুত ভোজসভায় আমি কোনদিন নিমন্ত্রিত হইনি।
হননি বলে হবেন না, এটাই বা ভাবছেন কী করে। একটু বাদে আপনিই তো জল চাইবেন।
চুপ করে বসে রইলেন কে. এম।
কথা বলছেন না কেন?
টু স্পিক অফ দিস ইজ বিটারনেস/
টু কিপ সাইলেন্ট বিটার নো লেস/
এ্যাণ্ড এভরি ওয়ে ইজ মিজারি।
বাট অধ্যাপক, আপনি যখন জানেন এভরি ওয়ে ইজ মিজারি তাহলে কেনই বা আগুন চুরি করে আনতে যান?
কারণ ওখান থেকেই যে মানবসভ্যতার শু।
বাট ইট ইজ দি এণ্ড অফ ইওর লাইফ, ইওর কেরিয়ার!
আই ডিন্ট থিংক, উইথ সাচ টর্চারস--- আই শ্যুড বি ওয়েস্টেড অন দিজ এয়ারি ক্লিফ্স!
আই সি। আচ্ছা অধ্যাপক, ধণ আপনাকে যদি একটু বাড়িয়ে দেখা হয়, তাহলে আপনি কোনটা পছন্দ করবেন--- আপনাকে যদি একটানা লাঠি পেটা করি?
কানে এবং হাতের আঙুলে ইলেকট্রিক শক দিই?
চোখ এবং হাত বেঁধে ধোলাই দিই---- পা ওপরে মাথা নীচে করে ঝুলিয়ে দিয়ে?
জুলফি টেনে তুলে ধরি?
পাঁজরে বুটের লাথি ও রাইফেলের কুঁদো দিয়ে আপ্যায়ন করি?
অশুকোষে লাথি মারতে থাকি ?
পুষাঙ্গে লাঠিপেটা শু করি?
প্রচণ্ড শীতে বরফজল ঢেলে পাখা চালিয়ে বসিয়ে রাখি?
কানের পাশে পিস্তল রেখে অবিরাম ফায়ারিং করে যাই ?

ঘামছেন কে. এম। গা ঘুলোচেছ। অবিরম গুলির শব্দ পাচেছন তিনি। অবিরাম গুলি চলছে তাঁর কানের পাশ দিয়ে।
একটু জল!
হাঁ --- আমি জানতাম, জল চাইবেনই আপনি। নিন, কফি খান।
আমাকে একটু জল দিন।
কফি খান।
কফি আমার গলা দিয়ে নামবে না।
কফি খান -- নিজেকে চাঙ্গা লাগবে আপনার।
অফিসার--- একটা গোটা প্রজন্মকে পঙ্গু করে দিয়ে, চোখের সামনে আমার বন্ধুদের টুকরো টুকরো দিয়ে, আপনি আমাকে চাঙ্গা করতে চান?
ওহ! এরা তাহলে আপনার বন্ধু? একক্ষণ ধরে আপনি বলে এলেন এদেরকে আপনি চেনেন না, জানেন না?
আমি বলেছি গণমুক্তি ফৌজ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।
তো, এরা তো গণমুক্তি ফৌজের হার্ড - কোর। এই যে দেখছেন--- এদের হার্ড সার্ফেসটা কেমন করে ভেঙে দিচ্ছি... দেখুন আই ডোন্ট থিংক --- উইথ সাচ টর্চার্স ট্রুথ শুড বি ওয়েস্টেড অন দিন টার্বুলেন্ট ডে'জ.....

আরে না না অধ্যাপক। আপনাকে আমরা কিছু করব না। আপনাকে আমরা কিছুটা দুঃস্বপ্ন দিয়ে ছেড়ে দেব যাতে আর কে
ানদিন আপনি স্বপ্ন দেখতে না পারেন।
কেকা নিতে এসেছিল তাঁকে।
কে. এম কেমন নিস্পৃহ গলায় বললেন, মৃত মানুষকে ফিরে পেতে নেই। তুমি চলে যাও কেকা।
কেকার চোখ ছলোছলো আর কক্ষণো এরকম কথা বলবে না।
ঠিক। হয়তো আর কোনদিনই এরকম কথা বলব না।
হে ম্যান--- ইউ আর টকিং টু কেকা--- ইওর সুইট হার্ট !
কেকা---- দিস হার্ট হ্যাজ নাথিং বাট গল এ্যাণ্ড ওয়র্মউড।
হে--- হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেণ্ড টু ইউ ?
কে. এম শুধু বিড়বিড় করতে লাগলেন.... একটু পরে তাদের একজন তার ফ্রক কোটটা খুলে ফেলল এবং বেল্টের নীচে ঝুলে থাকা তরবারির খাপ থেকে একটা লম্বা পাতলা দুদিকে ধার দেওয়া কসাইয়ের ছুরি বের করে আনল, এবং স
ামনের দিকে উঁচিয়ে চাঁদের আলোয় সেটার ধার পরীক্ষা করল। তারপর শু হল সেই আনুষ্ঠানিকসৌজন্য, প্রথমজন কে-র মাথার ওপর দিয়ে দ্বিতীয় জনকে ছুরিটা দিল, আবার দ্বিতীয়জন সেই একই প্রক্রিয়ায় প্রথম জনের হাতে ছুরিটা ফিরিয়ে দিল। কে-র তখন মনে হল তার সম্ভবত নিজেরই উচিত এবার ছুরিটা ধরে ফেলা এবং নিজের বুকে বসিয়ে দেওয়া.... কল্য
াণ, তুমি কাফ্কা থেকে কোট করছ ? কেন, কেন, তোমার কী হয়েছে ?
কেকা তার দিকে পূর্ণচোখে তাকাল।
চিৎকার করে উঠলেন কে. এম। তোমার চোখের ভেতর ও কে ?
চোখের ভেতরে আবার কে হবে ? কী পাগলামো করছো ?
দেখ, দেখ---- তোমার চোখের ভেতর ও শুয়ে আছে।
কে শুয়ে আছে ? কী বলছো তুমি ?
দার্সনিক হবস যাকে কল্পনায় দেখেছিলেন। সেই অতিকায় জন্তুটা। মুখটা কুমীরের মতো। এই দেখ.... আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি --- সেই প্রাচীন কালে ওর লেজ, বর্তমানে ওর দাঁত মুখ থাবা.....
তোমার মাথাটি এক্কেবারে গেছে কল্যাণ।
এই ওভাবে বোল না। আমার মাথা ওরা নিয়ে নিয়েছে। আর কোনও দিন ওরা আমায় ফেরৎ দেবে না।
লুক হিয়ার ম্যান। তুমি একজন সৎ সাহসী শিক্ষিত যুবক। ওদেরকে ইগনোর কর। তোমার জ্ঞান বোধ, দেখবার চোখ, তে
ামার বিশ্লেষণের শক্তি----- আত্মসম্মান এসব তো ওরা নিতে পারবে না ?
চুপ চুপ ! দেখ, আমার সারা শরীরের সব পকেট খুঁজে দেখ---- কোথাও কিছু নেই। ওরা সব নিয়ে নিয়েছে আমার।
তোমায় ওরা মেরেছে ? টর্চার করেছে তোমার ওপর ?
কল্যাণ--- বল তুমি আমায়, ভয় পেও না। আমরা মানবাধিকার কমিশন থেকে জেনিভা পর্যন্ত যাব। বল, বল তুমি।
না, না--- ওসব জায়গায় যেওনা।
কেন নয় ?
সুপ্রিম কোর্টেও জন্তুটার ছায়া পড়েছে। জেনিভা পর্যন্ত ওরা তোমাকে যেতে দেবে না।
কেকা, তুমি বরং পালিয়ে যাও। কেকা, মৃত মানুষকে ছেড়ে চলে যাও। তোমার জীবন আছে--- মস্ত বড়ো, সম্ভাবনাময়।
বিস্মিত, আহত কেকা ওকে বলল, চুপ কর--- লক্ষীটি। কেকা ওর হাত ধরে, রাস্তা পার করল।
হঠাৎ ট্রাফিক পুলিসের তোলা হাত দেখে আবার চিৎকার করে উঠল কে. এম--- হল্ট !
আপনাকে ছাড়া যাবে না, কেন না আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই যে দেখছেন হাত--- ওই হাত এখান থেকে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়েছে-- একটি পিঁপড়েও এর থেকে স্বাধীন নয়..... এই দেখ, ও আমাদের দেখছে, এই.... নড়বে না প্লিজ... ও রাগ করবে। রাগ করলেই ছুরিটা বা থাবাটা..... চল, পালিয়ে চল কেকা....
কল্যাণের বাড়িতে ওকে পৌঁছে দিয়ে ওর ঘরে বসল কেকা। স্নিগ্ধ লঘুস্বরে বলল, চান করে ফ্রেশ হয়ে নাও। খাবার

টেবিলে বোস। বি নর্মাল। তুমি জান আজ তিনদিন ধরে মাসিমা মেসোমশাই ঠায় জেগে বসে আছেন? দাঁতে কুটোটি ক াটেননি?
ওদেরও না--- বাড়িতে সববাই জেগে আছে--- কেউ ঘুমোয়নি। কেউ খায়নি।
তুমি কাদের কথা বলছ?
চুপ চুপ। একথা বলা যাবে না এখানে। এই দেখ, ওই রাস্তার লোকটা শুনছে। ও গিয়ে থানায় বলে দেবে। আচ্ছা কেকা-- আমার মুখে কি কোন কালসিটে দাগ পড়েছে?
না---না। আমিতো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।
তোমরা দেখতে পাবে না। ও অনেক গোপনীয় ব্যাপার। আচ্ছা, আমার মুখের ওপর অসংখ্য হিজিবিজি দাগ দেখতে প াচ্ছো? থাবার দাগ ?
সিগ্রেটের ছ্যাঁকা---- ঘুষিতে কি আমার চোয়াল ভাঙা--- আমার হাঁটু দুটো কি আস্ত আছে?
কেকা দৃঢ়স্বরে বলল, ঠিক করে বল, ওরা তোমায় কী করেছে?
কিছু করেনি তো। করলে কি আর আমি তোমার সঙ্গে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরতে পারতাম? আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতাম, সান্ত্রীবাবুর কাঁধে ভর দিয়ে..... জানো, ওরা এ্যানাটমিটা ভাল জানে..... কী নিখুঁত ! ঠিক তোমার শরীরে ওরা ভ ারতবর্ষের মানচিত্র করে দেবে.....
এই দাঁড়াও তো ! আমি একটা ফোন করি----
এই না, না। খবরদার। টেলিফোন বিপজ্জনক। মাঝরাতে দরজায় এসে যাবে ওরা। আবার.....
প্লিজ চুপ কর। রথীনের নম্বরটা দাও তো।
নেই। ওরা নিয়ে নিয়েছে। এই শোন, কোন টেলিফোন নম্বর থাকলে আজই তা পুড়িয়ে ফেলবে। হাঁ--- চাদ্দিকে দেখতো কেউ দেখছে কিনা--- কেন ?
টেলিফোন নম্বরটা যদি কোন রাজনীতি - জানা ছেলেমেয়ের হয় তাহলে বাড়ি ফিরে ওগুলো ডেষ্ট্রয় করে ফেলবে।
কেন?-- আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না তোমার কথা।
ওরা মানা করে দিয়েছে। তুমি কার সঙ্গে কথা বলবে সেটা ওরা ঠিক করে দেব।
কোন স্বপ্ন দেখা চলবে না।
ঠিক আছে, এ নিয়ে আমরা পরে ভাবব। এখন--- তোমাকে কাল থেকে ক্লাস নিতে হবে।
না, না। আমার এই মুখ নিয়ে আমি ক্লাসে যেতে পারব না।
তোমাকে পারতেই হবে।
না না। আমার মুখে আঁচড়ের দাগ।
তোমার মুখে কোন দাগ নেই তো!
আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছো না। আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের সামনে আর কোনদিন যেতে পারব না।
কেন পারবে না তুমি? তোমাকে পারতেই হবে।
আমি পারব না কেকা। ওরা আমার মুখ নিয়ে নিয়েছে।
তোমার ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।
আমার মুখের চামড়ার নীচে ওরা একটা চোখ রেখে দিয়েছে। ওরা সবসময় আমাকে দেখছে। ওদের আসতে বারণ করে দ াও। আমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে ওদেরকে সান্ত্রীরা ধরে নিয়ে গিয়ে রেখে দেবে। কোনদিন ছাড়বে না।
কেউ ধরবে না আর তোমাকে। তুমি ক্লাসে যাবে কাল।
আমি যাব না।
ওরা তোমাকে নিতে আসবে।
আসবেই?
হ্যাঁ।

কথিত আছে পরের দিন, ক্লাসে যাবার আগে কে. এম একটু ঘুরতে বেরিয়ে আর ফেরেননি। তাঁর মৃতদেহটি রেললাইনের ওপর পড়েছিল। মৃতদেহের জামার পকেটে ছিল একটি কাগজের টুকরো। তাতে লেখা ছিল
এই মৃত নগরীতে তুমি কার ওপর রাজত্ব করবে রাজা ওয়াদিপাউস ?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com